

দানয়িলেরে বই - নম্বর একশ চুরানব্বই

ম্যাকাবদিরে প্রতধিবনি: ট্রাম্পরে বজিয় এবং পশুর মূর্তরি দকিে যাওয়ার ভবষিদ্বাণীমূলক পথ

Jeff Pippenger
2024-04-24

ম্যাকাবদিরে দ্বারা প্রতনিধিত্ব করা ধারা (যা যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মত্যাগী প্রোটস্টেট্যান্টবাদকে চহ্নিতি করে) খ্রিস্টপূর্ব ১৬৭ সালে মোদেইনে গ্রকি ধর্মেরে বরিদধে তাদেরে বদিরোহ শুরু করে। সেখনে ম্যাকাবরি ইহুদিদেরে ওপর গ্রকি ধর্ম চাপযিে দেওয়ার অ্যান্টিওকাস এপফিনেসিরে প্রচেষ্টাকে পরাস্ত করে, এবং অ্যান্টিওকাসেরে সঙ্গে কাজ করা ইহুদিদেরে নতোকোে হত্যা করে। এইভাবে, ২০২৪ সালেরে নরিবাচনে "Religious Right" নামে পরচিতি ভোটার গোষ্ঠীর মাধ্যমে বাইডনে পরাজতি হন। ইতহিস ২০২৪ সালেরে নরিবাচনেরে বজিয়কে এভাবে বরণনা করে যে, ধর্মত্যাগী প্রোটস্টেট্যান্টবাদ শুধু "RINO" নামে পরচিতি বশ্বায়নপন্থী রপিবলকানদেরেই নয়, বরং নাস্তকি ডেমোক্ৰ্যাটদেরে জাতরি ওপর "ওক-ইজম" নামেরে ধর্ম চাপযিে দেওয়ার প্রচেষ্টাকোে পরাভূত করে।

ম্যাকাবদিরে ধারার দ্বারা প্রতনিধিত্ব করা অভয়ন্তরীণ আধ্যাত্মকি যুদ্ধ ২০১৫ সালে শুরু হয়ছিলি, যখন ধনী প্রসেডিনেন্ট বশ্বায়নেরে 'ড্রাগন' শক্তগিলোকোে উসকে দয়িছিলিনে, এবং দুই সাক্ষীকে বধ করার ড্রাগনেরে কাজেরে মধ্যে ২০২১ সালেরে ৬ জানুয়ারি-সম্পর্কতি 'পলোসি ট্রায়ালসমূহ' অন্তর্ভুক্ত ছিলি। মোদেইন ও ম্যাকাবদিরে বদিরোহ ৫ নভেম্বর, ২০২৪-এ ধর্মত্যাগী প্রোটস্টেট্যান্টবাদেরে ভবষিৎ বজিয়কে নরিদশে করে। ২০২৫ সালেরে ২০ জানুয়ারি শপথগ্রহণকে ১৬৪ খ্রিস্টপূর্বাবদেরে ঘটনাবলি দ্বারা প্রতীকায়তি করা হয়ছিলি, যা দ্বিতীয় মন্দরিরে পুনঃউৎসর্গকে প্রতনিধিত্ব করছিলি, এবং একই বছরই (১৬৪ খ্রিস্টপূর্বাবদে) অ্যান্টিয়োখাস এপফিয়ানসি মারা যায়। অ্যান্টিয়োখাস ডেমোক্ৰ্যাটকি পার্টি এবং তাদেরে বশ্বায়নপন্থী অংশীদারদেরে প্রতনিধিত্ব করে, যারা নজিদেরে রপিবলকান বলে পরচিৎ দয়ে, যদণ্ডি যমেন একটা ময়েে ছলেে নয়, তমেনই তারা 'ম্যাগা' রপিবলকান নয়।

তরোে থেকে পনরোে নম্বর পদসমূহে উপস্থাপতি যে রাজনৈকি সংগ্রাম, যা পানিয়ামেরে যুদ্ধে গযিে সমাপ্ত হয়, তা সেই ইতহিসে ওয়োকবাদ ও ধর্মত্যাগী প্রোটস্টেট্যান্টবাদেরে মধ্যকার ধর্মীয় সংগ্রামেরে সমান্তরালে চলে। ২০২৫ সালে ট্রাম্পরে শপথগ্রহণেরে পর, যা ১৬৪ খ্রিস্টপূর্বে দ্বিতীয় মন্দরিরে পুনঃউৎসর্গেরে দ্বারা প্রতীকায়তি, তনিতিখন তাঁর ধর্মত্যাগী রপিবলকান সরকারকে ধর্মত্যাগী প্রোটস্টেট্যান্ট গরিজার সঙ্গে একত্র করে পশুর মূর্তরি বাস্তব গঠন শুরু করবনে, যা ১৬১ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১৫৮ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত রোম ও ম্যাকাবদিরে জোেট দ্বারা প্রতীকায়তি হয়ছিলে। ট্রাম্প গরিজা ও রাষ্ট্রকে একত্রে একটা জোেটে পরণিত করবনে, যেখনে ধর্মীয় পক্ষটি নিয়ন্ত্রণে থাকবে। সেই ভবষিদ্বাণীমূলক ইতহিসে, যেখনে পৃথিবী থেকে ওঠা পশু ক্যাথলিকিবাদেরে পশুর মূর্তরি গঠন করে, ধর্মত্যাগী রপিবলকান শং এবং ধর্মত্যাগী প্রোটস্টেট্যান্ট শং চরিন্তন জীবনেরে প্রশ্নে ভুল পক্ষে অবস্থান করে তাদেরে পরীক্ষাকালরে পয়োলা পূরণ করবে।

শপথগ্রহণ থেকে—যার প্রতনিধিত্ব ১৬৪ খ্রিস্টপূর্বে দ্বিতীয় মন্দরিরে পরশুদ্ধকরণ দ্বারা করা হয়ছিলি—পশুর প্রতচ্ছবি গঠনেরে কাজ শুরু হয়, যার প্রতনিধিত্ব ১৬১

খ্রিস্টিপূর্ব থেকে ১৫৮ খ্রিস্টিপূর্ব পর্যন্ত ইহুদীদের সঙ্গে রোমের জোট দ্বারা করা হয়েছিল। ট্রাম্প ৫ নভেম্বর, ২০২৪ (১৬৭ খ্রিস্টিপূর্ব) তারিখে পুনর্নর্বাচতি হবেন এবং তার শপথগ্রহণে (১৬৪ খ্রিস্টিপূর্ব) তিনি ১৯৮৯ সালের 'শেষ সময়' থেকে অষ্টম রাষ্ট্রপতি হয়ে উঠবেন। এভাবে তিনি অষ্টম হবেন—অর্থাৎ সাতটিরই একজন—এবং তা পোপীয় পশুর প্রতচ্ছবি, যে রববারের আইনে তার মরণাঘাত আরোগ্য হলে বাইবলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অষ্টম রাজ্যে পরিণত হয়। তার শপথগ্রহণকে ১৬৪ খ্রিস্টিপূর্ব মাক্কাবদীর দ্বারা দ্বিতীয় মন্দিরের পুনঃউৎসর্গ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল। মাক্কাবদীর বিদ্রোহ তিনি বছর আগে মোদনি নামের শহরে শুরু হয়েছিল, যার অর্থ 'প্রতবাদ', এবং এটি ৫ নভেম্বর, ২০২৪-এ তার নর্বাচনী বিজয়কে চিহ্নিত করে।

খ্রিস্টিপূর্ব ১৬৪ সালে দ্বিতীয় মন্দিরের দ্বিতীয় উৎসর্গ ঘটেছিল, যা ২০ জানুয়ারি, ২০২৫-এ ট্রাম্পের দ্বিতীয় অভ্যেসকে প্রতীকায়িত্ব করে। সেই সময় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে অষ্টম প্রেসিডেন্ট হন, অর্থাৎ তাঁর আগে থাকা সাতজন প্রেসিডেন্টের ধারাবাহিকতায় অষ্টম। ইহুদধর্মের খ্রিস্টিপূর্ব ১৬৪ সালকে দ্বিতীয় মন্দিরের দ্বিতীয় উৎসর্গ স্মরণে পালন করা হয়।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানই সেই সময় যখন ট্রাম্প অষ্টম হন—অর্থাৎ সাতজনেরই একজন—এবং সেই মুহূর্ত থেকে শয়তানীয় অলৌকিক ঘটনাগুলি ঘটবে, যা পশুর মূর্তি গঠনের কাজকে সমর্থন করবে। আট সংখ্যা পুনরুত্থতি পশুর মূর্তির প্রতীক, এবং তখনই সেই মূর্তি গঠনের সূচনা হয়, যা খ্রিস্টিপূর্ব ১৬১ সাল দ্বারা প্রতীকায়িত্ব।

পশুর প্রতীকায়িত্ব গঠন প্রথমত যুক্তরাষ্ট্রে সম্পন্ন হয়, তারপর সেই পশুর প্রতীকায়িত্ব সমগ্র বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। যখন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকে পশুর জন্য একটি প্রতীকায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করা শুরু করবে—যা কথা বলবে এবং যারা পশুর প্রতীকায়িত্বকে উপাসনা করবে না তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে বাধ্য করবে—তখন যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য একটি রববার আইন পাশ করবে এবং একটি ত্রিমুখী জোট গঠন করবে। রববার আইনের সময় সেই ত্রিমুখী জোট স্থাপতি থাকবে, এবং শয়তানের আশ্চর্য কার্য সম্পাদনের সময় এসে যাবে, কারণ শয়তান খ্রিস্টের ছদ্মবেশে ধারণ করে অলৌকিক কাজ করবে, যাতে বিশ্ব পশুর বিশ্বব্যাপী প্রতীকায়িত্ব এবং রববারের উপাসনা গ্রহণ করে। সেই সময় ট্রাম্প দশ রাজাদের নতো হয়ে উঠবেন।

অতএব, শীঘ্রই আগত রববারের আইনে সংঘটিত ত্রিবিধ ঐক্যে যে দশ রাজাদের প্রধান রাজা হিসেবে ট্রাম্পের অভ্যেস সম্পন্ন হবে, তা ২০ জানুয়ারি, ২০২৫-এ সাতটির মধ্যে অষ্টম—অর্থাৎ অষ্টম রাষ্ট্রপতি—হিসেবে ট্রাম্পের অভ্যেসের মাধ্যমে পূর্বরূপে চিত্রিত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে পশুর প্রতচ্ছবি গঠনের কাজ যে রববারের আইনে সম্পূর্ণ হয়, সেই সময়ে পোপীয় পশুও সাতটির মধ্যে অষ্টম হয়ে ওঠে। অতএব, পশুর প্রতচ্ছবির পরীক্ষাকাল শুরু হয় ট্রাম্পের সাতটির মধ্যে অষ্টম হয়ে ওঠার মাধ্যমে, এবং সেই সময়কাল শেষ হলে পোপতন্ত্রও সাতটির মধ্যে অষ্টম হয়ে ওঠে, কারণ আলফা ও ওমেগা শুরু দ্বিধে শেষকে চিত্রিত করে।

ট্রাম্পের অভ্যেসের সময়ই শয়তান অলৌকিক ঘটনাবলির সূচনা হয়, সেই সময়ই পশুর প্রতীকায়িত্ব গঠনের সময়কাল শুরু হয়, এবং যুক্তরাষ্ট্রে পশুর প্রতীকায়িত্ব গঠনের সময়কালের শেষে যে শয়তানের বসিময়কর কার্যকলাপ শুরু হয়, সটেরিও সূচক এটি ট্রাম্পের অভ্যেসে সেই সময়কালের সূচনা চিহ্নিত করে, আর জাতসিংঘের দশ রাজার মধ্যে প্রধান রাজা হিসেবে

তার অভষিকে সেই সময়কালরে সমাপ্তি চিহ্নিতি করে। শুরু ও সমাপ্তির উভয় অভষিকেই পশুর প্রতমূর্তি গঠন শুরু হয়, প্রথমতে যুক্তরাষ্ট্ররে, তারপর সমগ্র বর্ষিবে।

সন্ধরি কার্যকলাপ, বা ১৬১ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১৫৮ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত রোমরে সঙ্গে যে একত্র হওয়া ঘটছিলি, সটেই এই ইতিহাসকে চিহ্নিতি করে, এবং এর সমাপ্তি ঘটে ষোড়শ পদে রববার আইনে। পাপাল ব্যবস্থার প্রতচ্ছবি এমন এক সরকার প্রতষ্টির চূড়ান্ত কাজ পশুর প্রতমূর্তি গঠনরে মাধ্যমে শুরু হয়, এবং ট্রাম্প তা ত্বরান্বতি করনে, যখন তর্নিতার রাজনৈতিকি বজিয়ে ধর্মচ্যুত প্রোটোস্ট্যান্টরা যে রাজনৈতিকি অনুগ্রহ দেখিয়েছিলি তার প্রতদিন দনে।

এই ভবষিদ্বাণীমূলক কাঠামোট চিল্লশিতম পদরে লুকানো ইতিহাসে স্থাপন করা হবো। দানয়িলে অধ্যায় ১১-এর দ্বিতীয় পদ থেকে তৃতীয় পদ পর্যন্তরে লুকানো ইতিহাসও সেই কাঠামোর উপর স্থাপন করা হবো। প্রকাশতি বাক্য অধ্যায় ১১-এর দুই সাক্ষীর ভবষিদ্বাণীমূলক ইতিহাসও সেই কাঠামোর উপর স্থাপন করা হবো। চিল্লশিতম পদরে লুকানো ইতিহাসে এই তর্নিটা ধারা একত্রতি করার মাধ্যমে, যহিদার গোটররে সিংহ দানয়িলেরে ভবষিদ্বাণীর সেই অংশরে সলিমোহর খুলছনে, যা শেষে দনি পর্যন্ত সলিমোহর করে রাখা ছিলি।

শহরে কিশিঙিগা ফুঁকা হবো, আর লোকরো কভিষ পাবে না? শহরে কবিপিদ ঘটবে, আর সদাপ্রভু কতি করনে? নশিচয়ই প্রভু ঈশ্বর কোনো কছুই করনে না, যদি না তর্নি তাঁর দাস নবীদরে কাছে তাঁর গোপন বষিষ প্রকাশ করনে। সিংহ গর্জতে উঠছে, কে ভয় পাবে না? প্রভু ঈশ্বর কথা বলছনে, কে ভবষিদ্বাণী না করে থাকতে পারবে? আশদোদে প্রাসাদগুলোতে এবং মশির দেশরে প্রাসাদগুলোতে ঘোষণা করো, এবং বলো, তোমরা সমরষির পাহাড়গুলো ওপর জড়ো হও, এবং তার মধ্যে যে মহা তোলপাড় আছে তা দেখো, এবং তার মধ্যে যে অত্যাচার আছে তাও দেখো। আমোস ৩:৬-৯।

দানয়িলে এগারোর চিল্লশিতম পদরে গোপন ইতিহাসে যে বার্তাটি প্রতফিলতি হয়ছে এবং যার মোহর খুলে দেওয়া হয়ছে, সটেই মোহারকরণরে বার্তা; এবং আমোস শহরে তুরষ বাজানো ও সিংহরে গর্জন সম্পরকে একটা আলঙ্কারকি প্রশ্ন তোলনে; আর তর্নি উত্তর দনে এই বলে যে ঈশ্বর তাঁর দাস নবীদরে কাছে আগে প্রকাশ না করে কছুই করনে না। তর্নি আরও উল্লেখ করনে যে ঈশ্বরভীরুতা জাগাতে পরকিল্পতি তুরষরে বার্তাটি শহরে মন্দকও শনাক্ত করবে এবং তা অশদোদ, মশির ও শমরষিয়ায় প্রকাশতি হওয়ার কথা ছিলি, যা আধুনকি বাবলিরে তর্নিগুণ গঠনরে প্রতীক। মোহারকরণরে তুরষ-বার্তাটি মোহারকরণরে বার্তায় প্রতনিধিত্ব করা ঘটনাগুলো আগই সমগ্র পৃথিবীতে ঘোষণা করার জন্ম নর্নিধারতি ছিলি। যে তুরষ-বার্তাটি মোহারকরণরে বার্তা, তা "সত্য"-এর স্বাক্ষর বহন করে, কারণ মোহারকরণরে সময় তৃতীয় "হায়"-এর তুরষরে তর্নি দফা ধ্বনরি উপর বনিযস্ত।

তুরষধ্বনি প্রথমতে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ মোহারকরণরে সূচনাকে চিহ্নিতি করছিলি, আর শেষেটা শীঘ্র আগত রববাররে আইনে মোহারকরণরে সমাপ্তকি প্রতনিধিত্ব করে, যখন মহাভূমকিম্পরে সময় তৃতীয় 'হায়' হঠাৎ আসে। মধ্যবর্তী তুরষধ্বনি ঘটছিলি ৭ অক্টোবর, ২০২৩-এ, যখন প্রাচীন গোরবময় দেশে তৃতীয় 'হায়'-এ ইসলামরে তর্নিফ থেকে এক আকস্মকি আক্রমণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ছিলি; যমেন ২০০১ সালে আধুনকি গোরবময় দেশেও তৃতীয় 'হায়'-এ ইসলামরে তর্নিফ থেকে আকস্মকি আক্রমণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ছিলি; এবং শীঘ্র আগত রববাররে আইনে ওই তর্নিটা ধ্বনরি শেষেটরি সময়ও তমেনই হবো। প্রাচীন গোরবময় দেশরে ওপর মধ্যবর্তী আকস্মকি আক্রমণটি ছিলি আক্সরকি ইসরায়েলেরে ওপর, যা মসীহকে

ক্রুশবদিধকারী বদিরোহরে একটা প্ৰতীক।

আমোসেরে তুরীর বারতা সারা বশ্বিবে প্ৰচারতি হবে, এবং সেই বারতা প্ৰকাশরে কাজ ২০২৩ সালরে জুলাই মাসরে শেষে দকি়ে শুরু হয়ছিলি। যহিদা গোত্ররে সিংহ তখন গরজন করলনে, আর কে-ই বা ভয় না পায়, আর কে এত সাহসী য়ে অস্বীকার করবে য়ে এক লক্শ চুয়াল্লশি হাজারকে সলিমোহর দেওয়ার সময়রে সঙ্গে সম্পর্কতি ঘটনাগুলি এখন পৃথিবীজুড়ে উন্মোচতি হচ্ছো? এই প্ৰবন্ধগুলি এখন একশ কুড়রিও বশো দশে, ষাটরেও বশো ভাষায় রয়ছে, এবং সগেলো পড়া যায় বা শোনা যায়।

ধন্য সো, য়ে পাঠ করে; এবং যারা এই ভাববাণীর বাক্যসমূহ শ্ৰবণ করে ও তদ্ভুক্ত লখিতি বিষয়গুলি পালন করে; কারণ সময় সন্কিট। প্ৰকাশতি বাক্য ১:৩।

যখন প্ৰারথনা ও ধূপরে সঙ্গে মশ্ৰিতি বদেরি আগুনটি সপ্তম ও চূড়ান্ত মোহরটি খোলা হলে পৃথিবীতে নকিষপিত হলে, তখন কণ্ঠস্বর, বজ্রধ্বনি, বদ্যুৎ চমক এবং এক মহাভূমকিম্প ঘটল। সেই মহাভূমকিম্প ঘটে এই ফলস্বরূপ য়ে, ইজকেয়িলে নবম অধ্যায়ে যারা বলাপ ও আরতনাদ করছনে সেই পবতিরদরে ওপর 'মধ্যরাত্ররি আহ্বান' নামরে বারতাটি আগুনরূপে নকিষপিত হয়—যমেন পন্তকেোসতে আগুন নমে এসছিলি। সেই আগুন একটা বারতাকে প্ৰতিনিধিত্ব করছিলি, যা তখন প্ৰত্যকে জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা ও জনগণরে কাছে বহন করা হয়ছিলি, যমেন এই প্ৰবন্ধসমূহও তাই। ওই আগুনটি বিহু ভাষায় সেই বারতাটি পৌছো দেওয়ার সক্ষমতাকেই প্ৰতিনিধিত্ব করছিলি, যমেন এই প্ৰবন্ধসমূহও তাই। এই প্ৰবন্ধসমূহ আগাম জানিয়ে দিচ্ছো কী ঘটতে যাচ্ছো, কারণ প্ৰভু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যরে মাধ্যমে প্ৰথমতে তাঁর কার্যাবলি প্ৰকাশ না করে কছিই করবনে না।

হে স্বর্গমণ্ডলী, করণপাত কর, আম বিলব; হে পৃথিবী, আমার মুখরে কথা শুনো। আমার শকিষা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়বে, আমার বচন শশিরিরে মতো ঝরবে; কোমল অঙ্কুররে ওপর হালকা বৃষ্টির মতো, এবং ঘাসরে উপর বৃষ্টি-ধারার মতো। কারণ আমি সিদাপ্ৰভুর নাম ঘোষণা করব; আমাদরে ঈশ্বরকে মহিমা দাও। তিনি শিলা; তাঁর কাজ নখিত, কারণ তাঁর সমস্ত পথই ন্যায়বচিতার। তিনি সত্যরে ঈশ্বর, তাঁর মধ্যে কোনো অন্যায় নেই; তিনি ন্যায়বান ও সৎ। তারা নিজদেরেকে কলুষিত করছে; তাদের কলঙ্ক তাঁর সন্তানদেরে কলঙ্ক নয়; তারা বকিত ও কুটলি প্ৰজন্ম। ব্যবস্থাবিরণী ৩২:১-৫।

শেষে বৃষ্টির "শকিষা" এখন প্ৰভুর দ্বারা প্ৰকাশতি হচ্ছো, এবং মধ্যরাত্ররি ডাক-শেষে বৃষ্টি বারতাকে য়ে শকিষাসমূহ গঠন করে, সগেলি "প্ৰভুর নাম"-এর উপর ভিত্তি করে। তাঁর নাম "সত্য," তিনি পালমর্না, অদ্ভুত গণনাকারী, এবং তিনি অদ্ভুত ভাষাবদি, তিনি আলফা ও ওমগো, তিনি ঈশ্বররে পুত্র এবং মনুষ্যপুত্র, তিনি মহাযাজক, তিনি যহিদা গোত্ররে সিংহ, এবং তিনি মহাদূত মীথায়লে। খ্রিস্টরে এই সকল নাম যীশু খ্রিস্টরে প্ৰকাশতি বাক্যরে এক অবচ্ছিদ্য অংশ, যা অনুগ্রহকাল সমাপ্ত হওয়ার ঠকি আগে সীলমোহরমুক্ত করা হয়, এবং এগুলি ২০২৩ সালরে জুলাইয়রে শেষে থেকে সারা পৃথিবীতে প্ৰকাশতি প্ৰবন্ধগুলরিও এক অবচ্ছিদ্য অংশ। "যার কান আছে, সে যনে শুনো, আত্মা মণ্ডলীদেরেকে যা বলছে।"

যহিদার গোত্ররে সিংহ, যনি বিজয়ী হয়ে সাতটা মোহরযুক্ত গ্রন্থটির মোহর খোলার অধিকার অর্জন করছনে, তিনি এখন কাঁদছনে, যমেন তিনি কিরছিলনে ১৮৪৪ সালরে ২২ অক্টোবর, কে-ই বা ভয় পাবে না?

এবং তিনি উচ্চস্বরে ক্রন্দন করলনে, যমেন সিংহ গরজন করে; আর যখন তিনি ক্রন্দন করলনে, তখন সাতটা বিজ্রধ্বনি তাদেরে স্বর উচ্চারণ করল। আর যখন সাতটা বিজ্রধ্বনি

তাদের স্বর উচ্চারণ করছিলি, তখন আমলিখিতে উদ্যত হলাম; আর আমিস্বরগ থেকে একটা স্বর শুনলাম, যা আমাকে বলল, সাতটা বিজুরধ্বনি যা উচ্চারণ করছে, তা মোহরাঙ্কতি করে রাখ, এবং সগেুলি লিখো না। প্রকাশতি বাক্য ১০:৩, ৪।

দানয়িলে অধ্যায় এগারোর চল্লিশতম পদরে গোপন ইতহিসরে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ য়ে পবতির ইতহিস, সটেইলো মলিরাইটদরে ইতহিস; যা মথি পঁচশি অধ্যায়রে দশ কুমারীর উপমা, প্রকাশতি বাক্য দশম অধ্যায়রে সাতটা বিজুরধ্বনি, হবাক্কূক দ্বিতীয় অধ্যায় এবং ইজকেয়িলে দ্বাদশ অধ্যায়রে একুশ থেকে আটাশ পদ—এই সবরে পরপূর্তি। তাদের ইতহিস শষে সময়রে, 1798 সালে শুরু হয়ছিলি, যা 1989 সালরে শষে সময়রে সঙ্গেও মলি য়ায়। প্রকাশতি বাক্য দশম অধ্যায়রে সাতটা বিজুরধ্বনি তাদের ধ্বনি উচ্চারণ করছিলি, কনিতু য়োহনকে সাতটা বিজুরধ্বনি যা উচ্চারণ করছিলি তা লখিতে নষিধে করা হয়ছিলি। প্ররেতি পৌল তৃতীয় স্বরগে এমন বষি় দখেছিলিনে ও শুনছিলিনে, যা মানুষকে লখিতে অনুমতি ছিলি না।

প্ররেতি পল তাঁর খ্রিস্টীয় জীবনরে শুরুর দকিই যীশুর অনুসারীদের সম্বন্ধে ঈশ্বররে ইচ্ছা জানতে বশিষে সুযোগ লাভ করছিলিনে। তিনি 'তৃতীয় স্বরগ পরযন্ত উত্থাপতি' হয়ছিলিনে, 'স্বরগোদ্যান' গয়ছিলিনে, এবং এমন 'অবরণীয় কথা' শুনছিলিনে 'যা কোনো মানুষরে পকুষে উচ্চারণ করা বধিসিম্মত নয়'। তিনি নিজিই স্বীকার করছেন য়ে, প্রভুর পকুষ থেকে তাঁকে বহু 'দর্শন ও প্রকাশ' দেওয়া হয়ছিলি। সুসংবাদরে সতযরে নীতসিমূহ সম্পর্কে তাঁর উপলবধি ছিলি 'অতযন্ত প্রধান প্ররেতিদরে' সমান। ২ করনিখীয় ১২:২, ৪, ১, ১১। 'জ্ঞানকে অতিক্রম করে এমন খ্রিস্টরে প্রমে'-এর 'প্রস্থ, দরৈঘ্য, গভীরতা ও উচ্চতা' সম্পর্কে তাঁর ছিলি স্পষ্ট ও পূর্ণ বোঝাপড়া। ইফসীয় ৩:১৮, ১৯। প্ররেতিদরে কার্যাবলী, ৪৬৯।

সমস্ত নবীই অন্তমি দনিসমূহকে চহিনতি করনে; আর 'সাতটা বিজুরধ্বনি' যখন তাদের কণ্ঠ 'উচ্চারণ' করছিলি, তখন য়োহন যা শুনছিলিনে, তা লখিতে তাকে নষিধে করা হয়ছিলি। তৃতীয় স্বরগে থাকাকালে পাউল যা প্রতযকষ করছিলিনে, তাকে এমন বষি় জানতে দেওয়া হয়ছিলি যা কোনো মানুষরে 'উচ্চারণ' করা বধিসিদ্ধি নয়। 'সাতটা বিজুরধ্বনি' য়ে সতযকে প্রতনিধিত্ব করে, সেই সতযকে সীলমোহর করে গোপন রাখা ছিলি—যতকষণ না ইহূদা গোত্ররে সিংহ সেই সতযরে সীল খোলার সিদ্ধান্ত ননে।

এটি আংশকিভাবে সিস্টার হোয়াইটরে কাছে উন্মোচতি হয়ছিলি, কারণ তিনি চহিনতি করছিলিনে য়ে এটি প্রথম ও দ্বিতীয় স্বরগদূতরে বার্তাসমূহরে ইতহিসে "যে ঘটনাগুলো সংঘটিত হব" তা প্রতনিধিত্ব করে, এবং এটিও য়ে এটি "তাদের ক্রমানুসারে প্রকাশতি হব" এমন ভবষিৎ ঘটনাবলি" প্রতনিধিত্ব করে। তখন যা প্রকাশ করা হয়ছিলি, তা ছিলি "ভবষিৎ ঘটনাবলি"র সঙ্গে সম্পর্কতি একটা ভবষিৎদ্বাণী। তাঁকে এ নর্দিশেনাও দেওয়া হয়ছিলি য়ে "Seven Thunders" সলি করে দেওয়ারকে দানয়িলেরে পুস্তক সলি করে দেওয়ার দ্বারা প্রতীকায়তি করা হয়ছে।

য়োহনকে দেওয়া বশিষে আলো, যা সাতটা বিজুরধ্বনতি প্রকাশতি হয়ছিলি, ছিলি ঘটনাবলির একটা রূপরখো, যা প্রথম ও দ্বিতীয় স্বরগদূতরে বার্তাগুলির অধিনে সংঘটিত হব। ...

"এই সাত বিজুরধ্বনি তাদের স্বর উচ্চারণ করার পর, দানয়িলেরে ন্যায় কষুদ্র গ্রন্থরে বষি়ে য়োহনরে প্রতি এই আদশে আসে: 'সাত বিজুরধ্বনি য়ে বষি়গুলো উচ্চারণ করছে,

সেগেলি মুদ্রাঙ্কতি করা।' এগুলা ভিবিষ্যৎ ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কতি, যা যথাক্রমে প্রকাশতি হবে।" The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, 971.

'সাতটা বজ্রধ্বনিকি এমন এক প্রতীক হিসেবে বোঝার উপলব্ধি—যা প্রমাণ করে ও সমর্থন করে যে 'পঞ্জুক্তরি পর পঞ্জুক্তি' পদ্ধতিই শেষে বৃষ্টির বারতা—১৯৮৯ সালে শুরু হওয়া অন্তরে সময়ে স্বীকৃত হয্ছেলি; কনিতু ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর পর, দুটি আন্দোলনের পুনরাবৃত্তরি গুরুত্ব একটা বর্তমান পরীক্ষাকারী সত্য হয্ছে উঠল।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারে ইতহিসে মলিরাইট ইতহিসে পুনরাবৃত্তিই ছলি সেই তারখি নিশ্চিতি হওয়া প্রাথমিকি নিয়ম; যমেন ১৮৪০ সালে ১১ আগস্ট মলিরাইটদে প্রাথমিকি নিয়ম নিশ্চিতি হয্ছেলি। মলিরাইটদে জন্ম 'এক দিন এক বছরে প্রতীক'—এই প্রাথমিকি নিয়মটি ১৮৪০ সালে ১১ আগস্ট নিশ্চিতি হয্ছেলি; এবং যে প্রাথমিকি নিয়মটি নির্দেশে করে যে সব সংস্কারমূলক আন্দোলন পরস্পরে পরতরুপ, 'লাইন পর লাইন', তা ২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বর নিশ্চিতি হয্ছেলি। "সাতটা বজ্রধ্বনি" সেই সত্যে সাক্ষ্য হিসেবে তখন উন্মোচতি হয্ছেলি।

যীশু সবসময় কোনো বিষয়ে শেষে তার শুরুর মাধ্যমে চিত্রিত করনে, আর ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১, যহেতু তা মোহর লাগানোর প্রকরণিার সূচনা ছলি, তাই সটে মোহর লাগানোর প্রকরণিার সমাপ্তকিও শনাক্ত করে। যহিঁদা গোটরে সিংহ ২০২৩ সালে জুলাই মাসে মৃত শূকনো হাড়গুলোকে উঠিয়ে তুলতে শুরু করলে তিনি "সাত বজ্রধ্বনি"-র আরকেটা দিকি উন্মোচতি করনে; কারণ তিনি তখন "সত্য"-র সঙ্গে সঙ্গতরিখে চিহ্নিত করনে যে "সাত বজ্রধ্বনি" প্রতীকি অর্থ প্রথম ও শেষে হতাশাসহ মলিরাইট ইতহিসকো প্রতিনিধিত্ব করে, যার মধ্যবর্তী মাইলফলক হলো মধ্যরাত্রি আহ্বানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

এভাবে তিনি প্রকাশ করলে যে, ২০২০ সালে ১৮ জুলাইয়ের ইতহিস থকে শুরু করে শীঘ্রই আসন্ন রবিবারে আইন পরযন্ত "Seven Thunders" পুনরাবৃত্ত হচছে। ২০২০ সালে ১৮ জুলাইয়ের হতাশা যে প্রথম মাইলফলক, এবং শীঘ্রই আসন্ন রবিবারে আইনে হতাশা যে 'সত্য'-এর তিনটি মাইলফলকের শেষে—যা সীলমোহর দেওয়ার সময়ের শেষে "Seven Thunders"-কে সনাক্ত করে—তা মূর্খ কুমারীদে বিদ্রোহে প্রকাশ পায়; যারা এখন গরজনরত যহিঁদার গোটরে সিংহের বারতা প্রত্যাখ্যান করছে, যখন তিনি সীলমোহর খুলে তাঁর বারতা উন্মোচতি করে সমগ্র পৃথিবীজুড়ে তা প্রকাশ করছেন; কারণ সেই বারতাই শেষে দিনগুলোর মধ্যরাত্রি আহ্বানের বারতা।

সলিমোহরের সময়ের শুরুতে, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ, প্রকাশতি বাক্য গ্রন্থরে আঠারোতম অধ্যায়ের স্বর্গদূত অবতরণ করনে এবং অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে তিনি 'সাত বজ্রধ্বনি'র অর্থ সম্পর্কে আরও পূর্ণতর বোঝাপড়ার উপর থকে সলিমোহর খুলে দেন। তখন 'সাত বজ্রধ্বনি' সম্পর্কে যা বোঝা হয্ছেলি, তা শুধু এই নয় যে সংস্কার আন্দোলনগুলো পরস্পর সমান্তরাল; বরং এটিও বোঝা গয্ছেলি যে, কোনো সংস্কার আন্দোলনের সেই মাইলফলকে যখন স্বর্গদূত অবতরণ করতনে, তখন তিনি সেই আন্দোলনের ইতহিসে প্রধান ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মূলনীতিকি সত্যায়তি করতনে।

২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বর প্রকাশতি বাক্যরে আঠারোতম অধ্যায়ের স্বর্গদূতরে অবতরণ 'রখোর পর রখো'—এই অন্তিমি বর্ষণে পদ্ধতিকি নিশ্চিতি করছেলি; কারণ তা দেখেযেছেলি যে সূচনাকালীন (অথবা আলফা) আন্দোলনটি অন্তিমি (অথবা ওমগো) আন্দোলনকে চিত্রিত করছেলি। মোহরায়নের সময়ের শেষে মথিয়লে অবতরণ করলে মৃত শূষ্ক অস্থগিলিকি

পুনরুত্থতি করতে—যাদের পুরতনিধিত্ব করছেলি দুই সাক্ষী, যারা সেই মহা নগররে রাস্তায় মৃত ছলি, য়ে নগর আধ্ঘাতমকিভাবে সদোম ও মশির নামে পরচিতি, যখনে আমাদরে পুরভুও ক্রুশবদিধ হয়ছেলিনে। মথিয়লে যখন মৃতদেরে জীবতি করে তুললনে, তখন তনি যিহুদা বংশরে সগ্হি হসিবে মোহর খুলে পুরকাশ করলনে য়ে 'সাত বজুরধ্বনি' সম্পর্কে পুরবে পুরকাশতি সত্ঘরে অতিরিক্ত আরও এক গোপন ইতহিস ছলি।

আর যখন যিহুদার গোত্ররে সগ্হি সেই সত্ঘটির মোহর খুললনে, তনিতি "সত্ঘ"-এর কাঠামোর মধ্ঘে স্থাপন করলনে। তখন পুরকাশ পলে য়ে ১৮ জুলাই, ২০২০ ১৯ এপ্রলি, ১৮৪৪-এর সমান্তরাল ছলি, এবং ওই পুরতটি মাইলফলকরে পরই "মধ্ঘরাতুররি আর্তনাদ"-এর বার্তার মোহর খোলা হব, যা পুরতটি সংশ্লিষ্ট ইতহিসরে মুরখ কুমারীদরে বদিরোহকে পুরকাশ করবে। তনি আরও এই সত্ঘটির মোহর খুললনে য়ে, রববাররে আইন বলবৎ হওয়ার সগ্গে জড়তি মহা নরিশা দখো দেওয়া পর্ঘনত বার্তাটি সুনামরি মতো সারা পৃথবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে।

আমরা পরবর্তী নবিন্ধে এই অধ্ঘয়ন অব্ঘাহত রাখব।

আর তনি আমাকে বললনে, এই গুরন্থরে ভবষ্টিদ্বাণীর বাণীসমূহ সীলমোহর করো না; কারণ সময় নকিটে। য়ে অধার্মকি, সে যনে অধার্মকিই থাকে; এবং য়ে অপবতির, সে যনে অপবতিরই থাকে; এবং য়ে ধার্মকি, সে যনে ধার্মকিই থাকে; এবং য়ে পবতির, সে যনে পবতিরই থাকে। আর দখে, আমি শীঘ্রই আসছি; এবং আমার পুরতফিল আমার সগ্গে আছে, যাতে পুরত্ঘকেকে তার কর্ম অনুসারে দতি পারি। আমি আলফা ও ওমগো, আদিও অন্ত, পুরথম ও শেষে। পুরকাশতি বাক্ঘ ২২:১০-১৩।